নির্বাচন কমিশন বার্তা

www.ecs.gov.bd

১৩তম বর্ষ | ৫৪তম সংখ্যা | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার

আগামী ৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ নভেম্বর ২০২৩ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে এ ভাষণটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ সময় ৩০ নভেম্বর ২০২৩, মনোনয়নপত্র বাছাই ১-৪ ডিসেম্বর, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কমিশনে আপিল দায়ের ও নিষ্পত্তি ৬-১৫ ডিসেম্বর, প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ১৭ ডিসেম্বর। রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক প্রতীক বরাদ্দ ১৮ ডিসেম্বর।

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল

নির্বাচনি প্রচার চলবে ৫ জানুয়ারি সকাল ৮টা পর্যন্ত । আর ভোটগ্রহণ হবে ৭ জানুয়ারি ২০২৪ রবিবার। সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পূর্বে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার অন্যান্য মাননীয় নির্বাচন কমিশনারদের সাথে কমিশন সভা করেন। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানের শুরুতেই মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক আশা আকাঙ্খা ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ আবেগ ও চেতনা থেকেই ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ এবং ৩০ লক্ষ প্রাণ ও ২ লক্ষ মা- বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়। সে থেকেই দেশে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পথচলা। তিনি আরও বলেন, আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর বিগত ২০ মাসে সংসদের ১৬টি উপনির্বাচনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের সহস্রাধিক নির্বাচন করেছি। আগ্রহী সকল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সমাজ, শিক্ষাবিদ, নাগরিক সমাজ, সিনিয়র সাংবাদিক এবং নির্বাচন বিশেষজ্ঞসহ বিভিন্ন অংশিজনদের সাথে একাধিকবার সংলাপ ও মতবিনিময় করেছি। তাঁদের মতামত শুনেছি। সুপারিশ জেনেছি। আমাদের অবস্থানও ব্যাখ্যা করেছি। নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হতে পারে কেবলমাত্র নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মাধ্যমেই। রাজনৈতিক দলগুলো গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে কার্যকরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করলে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নির্বাচন অধিক পরিশুদ্ধ ও অর্থবহ হয়। তাতে জনমতেরও শুদ্ধতর প্রতিফলন ঘটে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে সংহত ও টেকসই হয়। গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন হয়। আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের আপামর জনগণ রাজনীতি বিষয়ে সচেতন। নির্বাচন বিষয়েও জনগণ সমভাবে সচেতন হয়ে এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে থাকবেন। প্রার্থীরা সে বিষয়ে প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকা পালন করে থাকবেন। কমিশনও সর্বসাধারণ ও বিশেষত ভোটারগণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করতে প্রচারণামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলকে আচরণ বিধিমালা প্রতিপালন করতে হবে। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তাকেও আইন বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুধাবন, প্রতিপালন ও প্রয়োগ করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে আরোপিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। নির্বাচন বিষয়ক আইন ও বিধি-বিধান তাঁদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যে কমিশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসুচি বাস্তবায়ন করেছে এবং করে যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীকে ভোটকেন্দ্রসমূহের পারিপার্শ্বিক শৃঙ্খলাসহ প্রার্থী, ভোটার, নির্বাচনি কর্মকর্তাসহ সর্বসাধারণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। জাল ভোট, ভোট কারচুপি, ব্যালট ছিনতাই, অর্থের লেনদেন ও পেশিশক্তির সম্ভাব্য ব্যবহার নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে। জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেকোন মূল্যে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করতে হবে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নির্বাচনের অন্যতম অনুসঙ্গ হচ্ছে কার্যকর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাহসী, সৎ, দক্ষ ও অনুগত পোলিং এজেন্ট নিয়োগ করে প্রার্থী হিসেবে আপনাদের নিজ নিজ অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টা কার্যত: আপনাদেরকেই করতে হবে। গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটি একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। নির্বাচনি দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা সৎ, নিরপেক্ষ ও অবিচল থেকে আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ করে দায়িত্ব পালন করবেন। আমাদের বিশ্বাস স্ব-স্ব অবস্থান থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল আচরণ ও আবশ্যক ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও শান্তিপূর্ণ হবে। দেশে ও বহির্বিশ্বে প্রশংসিত ও বিশ্বাসযোগ্য হবে। দেশের জনশাসনে জনগণের জনপ্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্র সুসংহত হবে। এসময় তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সকল রাজনৈতিক দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীসহ আপামর জনসাধারণের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তা মোট ৬৬ জন। সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মোট ৫৯২ জন। মোট ভোটার প্রায় ১১ কোটি ৯৭ লাখ এবং ভোটকেন্দ্র ৪২ হাজার। ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা প্রায় ১০ লক্ষ। মোট বুথ প্রায় ২ লক্ষ ৬২ হাজার।

এ সংখ্যায় যা আছে

- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করলেন মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানী
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত
- বিদেশ সফর
- ONSS (Online Nomination Submission System) এবং Smart Election Management BD APPs এর উদ্বোধন
- মাসিক সমন্বয় সভা
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা
- নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত
- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির বিষয়ে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভা
- প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারগণের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানী

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং কমকর্তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল শুনানী শুরু হয় ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে। নির্বাচন ভবনের অডিটরিয়ামে এ শুনানী শুরু করেন মাননীয় কমিশন। এর আগে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ,১৯৭২ ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা,২০০৮ অনুযায়ী মনোনয়পত্র বাতিল ও গ্রহণ আদেশের বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী বা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান রিটার্নিং অফিসারের আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে মনোনয়নপত্র বাছাইয়ের পরবর্তী ৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ৫-৯ ডিসেম্বর সকাল ১০:৩০ টা - ৪:০০ টার মধ্যে নির্বাচন কমিশন বরাবর স্মারকলিপি আকারে আপিল দায়ের করেন। এ জন্য নির্বাচন ভবনে ১০টি অঞ্চলের জন্য ১০টি বুথ স্থাপসন করা হয়। এরপর ১০-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত প্রতিদিন প্রায় ১০০টি করে আপিল শুনানী করেন মাননীয় কমিশন। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৩০০ আসনে মোট মনোনয়পত্র দাখিল হয়েছিল ২ হাজার ৭১৬টি। এর মধ্যে বাছাইয়ের সময় রিটার্নিং কমকর্তাগণ বাতিল করেন ৭৩১টি। বৈধ হয় ১ হাজার ৯৮৫টি। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মোট আপিল আবদেন জমা পড়ে ৫৬১টি। এর মধ্যে ১০-১৫ ডিসেম্বর আপিল শুনানী করে মাননীয় কমিশন ২৭৭জন প্রার্থীর প্রার্থীতা ফিরিয়ে দেন।

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে এক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা ০১ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিবের সঞ্চালনায় এ সভায় মাননীয় কমিশন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব -সচিব, মহাপরিচালক প্রভৃতি অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের কার কি কাজ সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে কর্মবন্টন করে দেয়া হয়। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন পূর্বক কমিশন সচিবালয়কে অবহিত করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

বিদেশ সফর

জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান তালুকদার, যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর নেতৃত্বে ০৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ০৪-০৭ অক্টোবর ২০২৩ সময়ে Pre-Shipment Inspection (PSI) for Firewall, Router, Switch, Server, Network Device Security System and related equipment for ECS উপলক্ষে মালয়েশিয়া সফর করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্যরা হলেন-জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, পরিচালক, জনাব মামুনুর হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, জনাব মোঃ ইকবাল, মেইনটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা। এছাড়া জনাব মোঃ রফিকুল হক, সিস্টেম ম্যানেজার এর নেতৃত্বে ০৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ০৪-০৭ অক্টোবর ২০২৩ সময়ে Pre-Shipment Inspection (PSI) for Firewall, Router, Switch, Server, Network Device Security System and related equipment for ECS উপলক্ষে সিংগাপুর সফর করেন। প্রতিনিধিদলের অন্যান্যরা হলেন-জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান, সিস্টেম এনালিস্ট, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রোগ্রামার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা। জনাব মমতাজ আল শিবলি, সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, গত ১০ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে Masters in Electoral Management and Practices (MIEMP)" শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য ভারত সফর করেন।

ONSS (Online Nomination Submission System) এবং Smart Election Management BD APPs এর উদ্বোধন

ONSS (Online Nomination Submission System) এবং Smart Election Management BD APPs এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ লক্ষ্যে গত ১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় কমিশন ONSS (Online Nomination Submission System) নামে একটি ওয়েব পোর্টাল এবং Smart Election Management BD নামে একটি অ্যাপ এর উদ্বোধন করেন। ১৭ জুলাই ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ঢাকা-১৭ সংসদ উপনির্বাচনে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল (ONSS) সিস্টেমটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়। উক্ত নির্বাচনে ১৫ (পনের) জন প্রার্থীর মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ) জন প্রথমবারের মতো ONSS এর মাধ্যমে নির্বিঘ্নে তাদের মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ফলশ্রুতিতে, অনলাইন ভিত্তিক সিস্টেমটি সাফল্য মন্ডিতভাবে স্বীকৃত হয় ও গ্রহণযোগ্যতা পায়। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী উপনির্বাচনসমূহ এবং মূল লক্ষ্য দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বৃহৎ পরিসরে ONSS এর সাহায্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বীয় স্থানে অবস্থান করে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রয়োজনীয় দলিলাদি সংগ্রহ সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিলের নিমিত্ত অনলাইনেও যেমনঃ মোবাইল ব্যাংকিং, ক্রেডিট/ডেবিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে জামানত প্রদান করেন। প্রযুক্তি-নির্ভর পদ্ধতিতে মনোনয়নপত্র দাখিলে প্রার্থীর স্বশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন হয়না; এতে করে সময়, খরচ, পরিদর্শন কমে যায়। নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসেবে সিস্টেমটিতে এন.আই.ডি/ভোটার ভেরিফিকেশন এবং Face Recognition System (FRS) এর ব্যবস্থা রয়েছে। Smart Election Management BD অ্যাপস এর মাধ্যমে একজন ভোটার ঘরে বসে তার ভোটার নম্বর জানতে পারেন। পাশাপাশি, তার ভোটার এলাকা/নির্বাচনি আসন, ভোটকেন্দ্রের নাম জানতে পারেন এবং ভোটকেন্দ্রের ছবি, ভোটকেন্দ্রের ভৌগলিক অবস্থান (ম্যাপসহ) দেখতে পারেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে বিভাগওয়ারী আসনসমূহের তথ্য, যেমনঃ মোট ভোটার, মোট আসন, আসনের প্রার্থীগণ, প্রার্থীগণের বিস্তারিত তথ্য (হলফনামা, আয়কর সম্পর্কিত তথ্য, নির্বাচনি ব্যয় ও ব্যক্তিগত সম্পদের বিবরণী) জানতে পারেন। এছাড়া, অ্যাপসটির মাধ্যমে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলসমূহের তথ্য জানা যায় এবং সমসাময়িক তথ্যাবলি ‘ নোটিশ’ আকারে প্রদর্শিত হয়। অ্যাপসটির সাহায্যে প্রতি ০২ (দুই) ঘন্টা অন্তর ভোটার তার আসনের চলমান ভোটিং কার্যক্রমের periodical তথ্য (casted vote) শতকরা হারে জানতে পারেন। নির্বাচনি ব্যবস্থায় ভোটারের গুরুত্ব অপরিসীম; ভোটার তথা জনগণের আস্থা/বিশ্বাস (public trust) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চালিকা শক্তি নির্বাচনি ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। আলোচ্য অ্যাপসটির মাধ্যমে ভোটার নম্বর, ভোটকেন্দ্রের নাম ও ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে পূর্ব ধারণা, নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য সম্পর্কে সহজে অবহিত হওয়া, তথ্যের তুলণামূলক বিশ্লেষণ, সমসাময়িক ফলাফলের পাশাপাশি নির্বাচনি ফলাফল জ্ঞাত হওয়ার মতো বিষয়সমূহ ভোটারদের উদ্দীপ্ত করে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত তথ্যের অবাধ প্রবাহ থাকার কারণে প্রার্থীগণও তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন হয়। সর্বোপরি, এভাবে নির্বাচনে সকল অনুষঙ্গ- ভোটার, প্রার্থী, জনগণ এই তিনের আস্থা/বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হলে নির্বাচন পরিচালনা বিষয়াবলি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক হবে। ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (EMS) এর সাহায্যে নির্বাচনি তফসিল ঘোষণা হতে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। EMS একটি মডিউলার সফটওয়্যার সিস্টেম; ভোটকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, প্রার্থীর তথ্য ব্যবস্থাপনা, ফলাফল ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি মডিউলের সমন্বিত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে একটি নির্বাচনের প্রতিটি ধাপের সামগ্রিক কার্যক্রম নিষ্পন্ন করা হয়।

মাসিক সমন্বয় সভা

১ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে মোট ৩টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম।

সভায় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে চূড়ান্তকৃত ভোটার তালিকা ডাউনলোড করে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাগণ ভোটার তালিকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি মুদ্রণ করে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয় ও ভোটকেন্দ্রের ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কার্যালয়সমূহের নিরাপত্তার জন্য জেলা নির্বাচন অফিসারগণ সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারগণকে পত্র প্রেরণ এবং এ জন্য নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ও আইজিপিকে পত্র প্রেরণ; নির্বাচনি মালামাল পুনঃযাচাইয়ের জন্য রিসিভিং কমিটি গ্রহণকৃত মালামাল পুনরায় গুনগত মান পরীক্ষাকরণ, ব্যালট পেপারসহ নির্বাচনি সামগ্রী মুদ্রণের অগ্রগতি বিষয়ে বিজি প্রেসসহ সংশ্লিষ্ট মুদ্রাণালয়ের সাথে সভা অনুষ্ঠান; সেবা গ্রহীতাগণ যথাসময়ে সঠিক সেবা পান, এ জন্য মাঠ পর্যায়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অধঃস্তন কার্যালয় পরিদর্শন ও তদারকিকরণ; জাতীয় পরিচয়পত্র থাকলেই সে ভোটার নয়, এ বিষয়টি ব্যাপকভাবে প্রচারের জন্য কর্মপরিকল্পনা মাননীয় কমিশনের অনুমোদনক্রমে মাঠ পর্যায়ে প্রচার করতে হবে। প্রয়োজনে পোস্টার ছাঁপাতে হবে। এছাড়া, নির্বাচন সংক্রান্ত প্রচারণা কার্যক্রমের থিম মাননীয় কমিশনের অনুমোদনক্রমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ; মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন অফিসসমূহে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবর এ সচিবালয় হতে পত্র প্রেরণ; মাঠ পর্যায়ের ইভিএম সংরক্ষণের জন্য এবং বিএমটিএফ এ সংরক্ষিত ইভিএম এর ভাড়া পরিশোধের বিষয়ে মাননীয় কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে অবিলম্বে নথি উপস্থাপন; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) সংরক্ষণের জন্য PDS হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্য নিয়ে Apps/Software এর ব্যবহার বিষয়ে যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও অর্থ), সিস্টেম ম্যানেজার (কারিগরি) এবং আইসিটি অনুবিভাগের সিনিয়র মেইটেইন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ও সিস্টেম এনালিষ্ট (উপাত্ত ব্যবস্থাপনা) সমন্বয়ে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে প্রভৃতি।

সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত সভা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে করণীয় নির্ধারণ সংক্রান্ত এক সভা ৩০ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পুলিশ, RAB, আনসার, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধি, এনএসআই, ডিজিএফআইসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় নির্বাচন কমিশনারবৃন্দ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এতে সংসদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে বিভিন্ন পরামর্শ ও করণীয় বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নির্বাচন কমিশন সভার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩ সময়ে নির্বাচন কমিশনের ০৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনারগণ, সচিব মহোদয় এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

কমিশন সভা নং-২৪/২০২৩; তারিখ: ০৩/১০/২০২৩

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

- কোনভাবেই নতুন জাতীয় পরিচয়পত্র নিবন্ধনসহ সংশোধন কার্যক্রম বন্ধ রাখা যাবে না, এটি অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে চূড়ান্ত ভোটার তালিকার পাশাপাশি একটি সম্পূরক ভোটার তালিকা মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করতে হবে।
- ভোটার তালিকার তথ্যের ভিত্তিতেই ভোটার ভোট দিবেন। ভোটার স্থানান্তর কার্যক্রম দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত বন্ধ রাখতে হবে।

কমিশন সভা নং-২৫/২০২৩; তারিখ: ২৪/১০/২০২৩

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ :

- শূন্য ঘোষিত একাদশ জাতীয় সংসদের ১১১ পটুয়াখালী-১ শূন্য আসনের নির্বাচনের তফসিল জারি করতে হবে:

কমিশন সভা নং-২৬/২০২৩; তারিখ: ১৫/১১/২০২৩

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ :

- দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল চূড়ান্তকরণ এবং রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগসহ অন্যান্য কার্যক্রম চূড়ান্ত অনুমোদন করা হলো
- ০২ মার্চ ২০২৩ তারিখে চূড়ান্তকৃত ভোটার তালিকা এবং পরবর্তীতে ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যবহার করতে হবে। ভোটার তালিকার সিডি (ছবিসহ ও ছবিছাড়া) পরীক্ষা করে ভোটার তালিকা মুদ্রণ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।
- ভোটার প্রতি ১০.০০ টাকা এবং নির্বাচনি এলাকায় সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকা নির্বাচনি ব্যয়ের সীমা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন অনুমোদন করা হলো। প্রজ্ঞাপনটি সময়সূচি জারির পরের দিনই গেজেটে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা সভা

আসন্ন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা করে মাননীয় কমিশন। ০৪ নভেম্বর ২০২৩ সকাল ১০:৩০ ঘটিকায় ও বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়ালের সভাপতিত্বে এ আলোচনা সভায় মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ আহসান হাবিব খান (অবঃ), মাননীয় নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ আলমগীর, মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব মোঃ আনিছুর রহমান এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সচিব জনাব মোঃ জাহাংগীর আলম উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণ

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

প্রকাশনা ও সম্পাদনা: মোঃ শরিফুল আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন: প্লট ই, ১৪/জেড-এ, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোন: ৫৫০০৭৫২০, ফ্যাক্স: ৫৫০০৭৫৬৬, web: www.ecs.gov.bd